ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৫৭ ● কলকাতা ● ১৫ ফাল্গুন, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

আইপ্যাক নিয়ে উল্টোপাল্টা বলা বন্ধ করুন! মমতার হুঁশিয়ারি তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দলীয় বৈঠকে বলেছিলেন, "কোনও প্যাক-ফ্যাকের কথা শুনবেন না!" শুনে তৃণমূলের অন্দরে আইপ্যাক-বিক্ষুব্ধেরা মনে করেছিলেন, এত দিনে তাঁদের বক্তব্যের সমর্থন মিলল দলের সর্বোচ্চ স্তর থেকে। কিন্তু সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দলের মহাসমাবেশের মঞ্চ থেকে বলে দিলেন, "পিকের আইপ্যাক এটা

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

শুভেন্দু অধিকারীকে আমি চিহ্নিত করেছিলাম', নেতাজি ইন্ডোরে বিস্ফোরক অভিষেক!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার দলের মহাসমাবেশ ডেকেছিলেন তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংগঠনের সর্বস্তরে 'ঝাঁকুনি' দিতে চান তিনি। তৃণমূলের অন্দরের অনেকের মতে, নেতাজি ইন্ডোরের এই বৈঠক থেকেই বিধানসভার লক্ষ্যে দলের সুর বেঁধে দেবেন মমতা।রীতিমতো কর্মীদের 'হোমওয়ার্ক' দিয়ে অভিষেক বলেন, "ভোটার লিস্টের কাজ হয়েছে। ভোটার লিস্টের কাজে যেন শিথিলতা না আসে। ২০২৬-এর জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, দুই তৃতীয়াংশ আসনে জিততে হবে। সেটা ১৯৬ হয়। কিন্তু আমি বলব ২১৪ টপকে আমাদের যেতে হবে। কে কবে ফোন করে নির্দেশ দেবে তার অপেক্ষায় বসে থাকলে হবে না। দল ভালোবাসেন যারা, তাদের

এরপর ৩ পাতায়

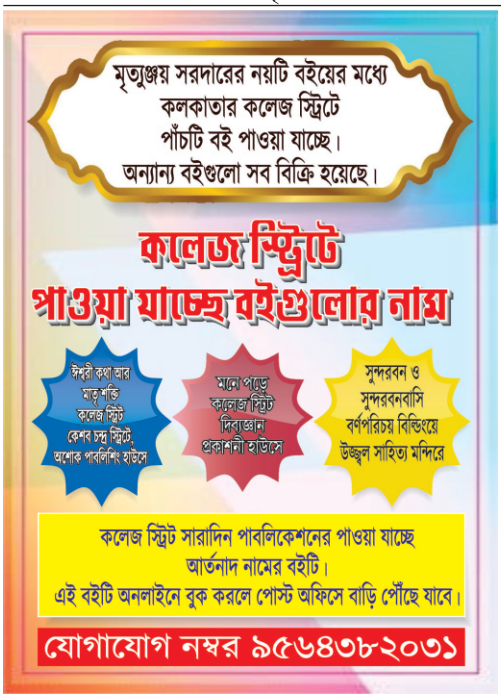

এজি-র পর কল্যাণ! হাইকোর্টে কী এমন বললেন যে বাধ্য হয়ে দুই মামলা ছাড়লেন বিচারপতি বসু?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বুধবার সকালে গোর্খা টেরিটোরিয়াল প্রশাসন (জিটিএ) শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু । এরপর বিকেলে আরও এক মামলা থেকে অব্যাহতি নিলেন বিচারপতি। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের কোর ও বাফার এলাকায় থাকা রিসর্ট, হোটেল ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধের মামলা থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন জাস্টিস বসু।গতকাল সকালেই (জিটিএ) শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার (GTA Recruitment Scam) শুনানি ছিল হাইকোর্টে। শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, এই মামলা শোনার এক্তিয়ার হাইকোর্টের নেই। এই মামলার শোনার এক্তিয়ার রয়েছে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের। এরপরই বড় সিদ্ধান্ত নেন বিচারপতি বসু।দুই মামলার ক্ষেত্রেই রাজ্যের আর্জি মেনে হাই কোর্টের বদলে সার্কিট বেঞ্চে মামলাগুলো চালানোর যুক্তিতে সায় দিয়ে অব্যবহতি নেন বিচারপতি। একই দিনে জোড়া মামলার ক্ষেত্রে একই ইস্যু উঠে আসায় প্রশ্ন উঠছে এতদিন পর হঠাৎ রাজ্য কেন এই মামলা উচ্চ আদালত থেকে কেন সরানোর দাবি জানাল?

বুধবার যখন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর সিঙ্গেল বেঞ্চে বক্সা টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট সংক্রান্ত মামলা শুনানির জন্য ওঠে, তখন রাজ্যের হয়ে সওয়াল করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সার্কিট বেঞ্চ প্রসঙ্গ তোলেন। সার্কিট বেঞ্চের আইন তুলে ধরেন কল্যাণবাবু। এরপরই মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু।

রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল তার এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলায় এই মামলা থেকে তিনি অব্যাহতি নিচ্ছেন বলে জানান জাস্টিস বসু। পাশাপাশি জিটিএ মামলায় রাজ্যের ভূমিকায় হতাশ বলে জানান বিচারপতি বসু। তাই বিরক্তি প্রকাশ করে মামলা থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন তিনি। এভাবে রাজ্যের ভূমিকায় হতাশা প্রকাশ করে মামলা থেকে বিচারপতির সরে যাওয়া ঘটনা কার্যত নজিরবিহীন। আর একই দিনে এক বিচারপতির জোড়া মামলা থেকে সরে যাওয়ার ঘটনা আরওই।

কলকাতার পর চেন্নাই বিমানবন্দরে চালু হ'ল উড়ান যাত্রী ক্যাফে

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

চেন্নাই বিমানবন্দরে আজ উড়ান যাত্রী ক্যাফের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী শ্রী রামমোহন নাইডু। ২০২৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে কলকাতার নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শতবর্ষ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে প্রথম উড়ান ক্যাফে চালু হয়। সাশ্রয়ী মূল্যে খাবার মেলায় কলকাতা ক্যাফেটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ক্রমে অন্য বিমানবন্দরগুলিতেও এই পরিষেবা চালু হবে।

চেন্নাই বিমানবন্দরের টি-ওয়ান অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের ক্যাফেতে ১০ টাকায় চা এবং

এরপর ৩ পাতায়

শেষ দেখে ছাড়ব, প্রয়োজনে রাজধানীতে ধরনা দেব', সিবিআই দফতর থেকে বেরিয়ে হুঙ্কার তিলোত্তমার বাবার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

"শেষ দেখে ছাড়ব। প্রয়োজনে রাজধানীর রাস্তায় ধরনায় বসব।" দিল্লিতে সিবিআই দফতর থেকে বেরিয়ে কার্যত এ ভাষাতেই হুঙ্কার দিতে দেখা যায় তিলোত্তমার মা-বাবাকে। সিবিআইয়ের তদন্ত যে তাঁরা খুশি নন এদিন ফের একবার সে কথা বলতে দেখা যায় তাঁদের। কিন্তু, সিবিআই বলছে ধৈর্য ধরার কথা।কিন্তু সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে এদিনও ফের ক্ষোভের পাহাড় উগরে দেন তিলোত্তমার বাবা। তাঁর তিনি বলছেন, "সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে, কিন্তু সিবিআই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না।" ক্ষোভ উগরে দিয়েছে চিকিৎসকদের যৌথ প্ল্যাটফর্মও। জেপিডি-র সদস্য তথা চিকিৎসক তমোনাশ চৌধুরী বলছেন, "আমরা মনে

করছি প্রকৃত দোষীরা এখনো আড়ালে রয়েছে। তথ্য প্রমাণ লোপাটের সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁরা এখনও তদন্তের বাইরে রয়েছে। সিবিআই আমাদের জানিয়েছে, সব দোষীরা তদন্তের আওতায় আসবে। আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব। লড়াই চালিয়ে যাব। ন্যায়ের দাবিতে আমরা দিল্লির রাস্তাতেই থাকব।"এদিন সিবিআই দফতর থেকে বেরিয়ে তিলোত্তমার বাবা বলেন, "আমরা সিবিআই তদন্তে খুশি নই, সেটা বলার জন্যই এতদূর এসেছিলাম। ওনারা বললেন, আমরা তদন্ত করছি, ধৈর্য ধরুন। আরও কিছুদিন দেখি তারপর দিল্লিতে বা অন্য কোথাও ধরনা করার কথা ভাবব। আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব।"

প্রসঙ্গত, আরজি করে তিলোত্তমার খুন-ধর্ষণকাণ্ডে ইতিমধ্যেই সিভিক ভলান্টিয়র সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেছে শিয়ালদহ আদালত। আজীবন কারাবাসের সাজাও শোনানো হয়েছে। কিন্তু কেন ফাঁসির সাজা নয় তা নিয়ে চাপানউতোর চলছে। অন্যদিকে একটা বড় অংশের মানুষের মত, এ ঘটনার শুধু সঞ্জয় রায়ের একার কাজ নয়। পিছনে রয়েছে আরও অনেক হাত। সে কারণেই শুরুতেই প্রশ্নের মুখে পড়ে কলকাতা পুলিশের তদন্ত প্রক্রিয়া। সঞ্জয় ছাড়া আর কারও খোঁজ না মেলায় প্রশ্নের মুখে পড়ে সিবিআইয়ের ভূমিকাও।

(১ম পাতার পর)

শুভেন্দু অধিকারীকে আমি চিহ্নিত করেছিলাম', নেতাজি ইন্ডোরে বিস্ফোরক অভিষেক!

নামতে হবে নিজের থেকে। নিজের কাছে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা চলবে না।"তবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে সেই সভা থেকেই বিরোধীদের তুমুল আক্রমণ শানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন নিজের বক্তব্যে একেধারে যেমন তৃণমূল কর্মীদের জন্য আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জেতার টার্গেট নির্ধারণ করে দিলেন অভিষেক, তেমনই শুভেন্দু অধিকারী, মুকুল রায়দের নাম নিয়ে বললেন, 'তৃণমূলের সাফল্যের' কথা। অভিষেক বলেন, "অনেকে সংবাদমাধ্যমে টিকে থাকবেন বলে, দলের শৃঙ্খলা মানছেন না। আমি এমএলএ, মুখপাত্র, সাংসদ- এভাবে ক্ষমতা দেখাবেন না। বিগত দিনে যারা দলের হয়ে বেইমানি করেছিল সেই মুকুল রায়, শুভেন্দু অধিকারীদের আমি চিহ্নিত করেছিলাম। এখন যারা বেইমানি করছে তাদের চিহ্নিত করে বাংলা ছাড়া করবেন আপনারা।" অভিষেকের কথায়, "হাতে সময় নেই। এখন থেকে নেমে পড়ুন। লড়াই নিজের কাঁধে তুলে নিন। আমাদের ২১৪'র অন্তত একটা বেশি আসন পেতেই হবে। এক বছর নিজেদের সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে কাজে নেমে পড়ুন। জনসংযোগ নিবিড় করুন। ষড়যন্ত্র করে লাভ নেই। হোয়াটসঅ্যাপ রাজনীতি করে লাভ নেই। চক্রান্ত যারা করছেন, তারা সেই জবাব পাবেন।"

(২ পাতার পর)

কলকাতার পর চেন্নাই বিমানবন্দরে চালু হ'ল উড়ান যাত্রী ক্যাফে

২০ টাকায় কফি পাওয়া যাবে। খাবার জলের দাম বোতল প্রতি ১০ টাকা। এছাড়াও, পাওয়া যাবে নোনতা খাবার ও মিষ্টি।

শ্রী নাইডু বলেন, বিমান যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্নে সরকার দায়বদ্ধ। এই ধরনের ক্যাফেগুলি সরকারের উড়ান প্রকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বিমান যাত্রার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে।

(১ম পাতার পর)

আইপ্যাক নিয়ে উল্টোপাল্টা বলা বন্ধ করুন! মমতার হুঁশিয়ারি তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের

নয়।আইপ্যাক নিয়ে মমতার বৃহস্পতিবারের অবস্থানে স্পষ্ট যে, আগামী বছরের বিধানসভা ভোটেও বড় ভূমিকা নেবে প্রতীকের নেতৃত্বাধীন আইপ্যাক। তাই নাম না-করলেও আইপ্যাক নিয়ে দলের নেতাদের আগাম সতর্কবার্তা শুনিয়ে রাখলেন মমতা। পাশাপাশি বলে রাখলেন, ''কাজটা সবাইকে মিলে একসাথে করতে হবে।''

ঘটনাচক্রে, সদ্যসমাপ্ত দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আইপ্যাক আম আদমি পার্টির (আপ) হয়ে কাজ করেছিল। কিন্তু তাদের ফল হয়েছে শোচনীয়। আতিশী মার্লেনা ছাড়া দলের সব বড় নেতাই হেরেছেন। ৬২ আসন থেকে আপের আসনসংখ্যা নেমে এসেছে ২২-এ।ওরা অন্য জায়গায় কাজ করে। ও (পিকে বা প্রশান্ত কিশোর) একটা রাজনৈতিক দলও করেছে। এটা একটা নতুন টিম। সবাই জানে। এদের কো অপারেশন করতে হবে। এদের নামে উল্টোপাল্টা বলা বন্ধ করুন! তার কারণ, আপনাদের বুঝতে হবে, কাজটা সবাইকে মিলে একসাথে করতে হবে।''বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরের সভা থেকে মমতা যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা থেকে স্পষ্ট যে, 'ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি' (আইপ্যাক)-র বিরুদ্ধাচরণ তিনি চাইছেন না। ঘটনাচক্রে, সম্প্রতি নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন আইপ্যাকের প্রধান প্রতীক জৈন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশ্য বক্তব্যে তারই ছাপ পড়েছে বলে মনে করছেন দলের নেতারা। দ্বিতীয়ত, বক্তৃতায় মমতা বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে 'এজেন্সি' এনে কাজ করাচ্ছে বলে জানিয়েছেন। শাসকশিবিরের এক প্রথম সারির নেতার কথায়, ''নেত্রী বুঝেছেন, বিজেপির ওই সব পেশাদার এজেন্সির মোকাবিলায় আমাদেরও পেশাদার এজেন্সিকে নামাতে হবে। তা ছাড়া, এ রাজ্যে আইপ্যাক তো দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করছে। খারাপ কাজ করলে কি আর এত দিন তাদের রাখা হত?''ঘটনাপ্রবাহ বলছে, বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের আগে তৃণমূল পরিষদীয় দলের সঙ্গে বৈঠকে মমতা আইপ্যাক নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছিলেন, যা খুব 'প্রশংসাসূচক' ছিল না। সেই সূত্রেই তৃণমূল বিধায়কদের একটা বড় অংশের মনে হয়েছিল, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আইপ্যাককে ছাড়াই চলবেন মমতা। সেই 'হাওয়া' বুঝে তৃণমূলের একাধিক নেতা আইপ্যাক নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে 'আক্রমণাত্মক' ছিলেন মদন মিত্র। খানিকটা একই সুরে আইপ্যাকের সমালোচনা করেছিলেন দলের প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। কিন্তু বৃহস্পতিবার 'হাওয়া' ঘুরে গিয়েছে। যে ভাবে মমতা আইপ্যাক সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যকারীদের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, তাতে অদূর ভবিষ্যতে ওই পরামর্শদাতা সংস্থাকে নিয়ে মুখ খোলার প্রবণতা থাকবে না বলেই মনে করা হচ্ছে।বিভিন্ন সময়েই তৃণমূলের বিভিন্ন নেতা আইপ্যাক নিয়ে তাঁদের ক্ষোভের কথা প্রকাশ্যে জানিয়েছেন। তাঁদের ক্ষোভের মূল কারণ?— আইপ্যাক দলের মধ্যে দল তৈরি করে ফেলছে। কুণাল ঘোষের মতো নেতাও একদা বলেছিলেন, প্রতীক জৈনকে দলের সভাপতি বানিয়ে দেওয়া হোক। সম্প্রতি প্রাক্তন মন্ত্রী মদন বলে বসেন, ''আমাদের পার্টিতে টাকাপয়সার লেনদেন ছিল না। এই একটা এজেন্সি পার্টিতে ঢুকল। তারা এ সব শুরু করল। ২০২১ সালের আগে এ সব শুরু হয়েছিল। টাকা নিয়েও নমিনেশন দেওয়া হয়নি। লোককে কাঁদতে দেখেছি।'' মদনোচিত ভঙ্গিতে কামারহাটির বিধায়ক বলেছিলেন, ''কামারহাটিতে আমাকে শেখানো হচ্ছে, সকালে উঠে কী ভাবে ব্রাশ করব! তার পরে ডান দিকে তাকাব না বাঁ দিকে তাকাব। অনেক গুরুত্বপূর্ণ নামীদামি ছেলের কাছে শুনেছি, যে তাঁরা কেউ ২৫ লাখ, কেউ ৫০ লাখ দিয়েছেন এই এজেন্সির ছেলেদের। কেউ নমিনেশন পাননি। লজ্জায় কাউকে বলতেও পারছেন না। এত বড় বড় নাম তাঁদের।'' শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণের অভিযোগ ছিল, ''আইপ্যাকের লোকেরা টাকার বিনিময়ে লোকাল এরিয়ায় গিয়ে যাকে-তাকে প্রেসিডেন্ট বানিয়ে দিচ্ছেন। তার পরে সারা রাত ধরে পার্টি চলছে।''

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির অভূতপূর্ব সাফল্যের পরে তৃণমূলের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেন পিকে। তাঁরই সংস্থা আইপ্যাক দু'বছর কাজ করে বাংলায়। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ২১৩টি আসন জিতে মমতা তৃতীয় বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হন। তাতে আইপ্যাকের ভূমিকা অনস্বীকার্য ছিল। ওই বিধানসভা ভোটের পর ভোটকুশলীর কাজ থেকে অবসর নেন পিকে। ২০২২ সালে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তৃণমূল। তবে আইপ্যাকের সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক এখনও অটুট। তারা শাসকদল এবং রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে মিলেই কাজ করে। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটেও তৃণমূলের সঙ্গে যৌথ ভাবে কাজ করেছিল আইপ্যাক। রাজ্যে বিজেপিকে অনেকটা পিছনে ফেলে তৃণমূল ২৯টি আসনে জয়ী হয়। বস্তুত, মমতা বৃহস্পতিবারের সভায় বলেছেন, পাঁচটি আসনে কারচুপি করে তাঁদের হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। নইলে তৃণমূল লোকসভায় ৩৪টি আসন পেত।

সম্পাদকীয়

'অভিষেক যা বলেছে সেটাই ঠিক', ছাব্বিশের আসন টার্গেটে একই সুর মমতা-অভিষেকের

ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে কত আসন জয় লক্ষ্য তৃণমূলের? টার্গেট নির্ধারণে একই সুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। অনুষ্ঠানের শুরুর দিকে দলের 'সেনাপতি' জানিয়েছিলেন, অন্তত ২১৫ আসন জেতার লক্ষ্যে ঝাঁপাতে হবে দলীয় নেতা-কর্মীদের। বক্তব্যের শেষের দিকে সেই একই সুর শোনা গেল মমতার গলায়।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, শুধু বিধানসভা ভোটে আসনের টার্গেট নয়, বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে এজেন্সির তৎপরতা থেকে ভোটার তালিকায় কারচুপি, দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা, একের পর এক ইস্যুতে দুজনের সুর ছিল এক্কেবারে একরকম। এদিন দুজনেই স্পষ্ট করে দিলেন, তৃণমূলের পার্টি লাইন একটাই। সেখানে কোথাও কোনও বিভাজন নেই। বাংলার সম্মান রক্ষার্থে দলের সকল নেতাকর্মী একসঙ্গে লড়াই করবেন। চতুর্থবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রীর কুরসিতে বসাতে জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই করতে প্রস্তুত করতে সকলে।জানালেন, অভিষেক যা বলেছে সেটাই সঠিক।

বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো আগেই বলেছিলেন, ছাব্বিশের লোকসভা ভোটে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জিতে চতুর্থবার ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মেগা মঞ্চ থেকে সেই লক্ষ্য আরও বাড়িয়ে দিলেন দলীয় 'সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, "অন্তত ২১৫ আসনে জিততেই হবে। ২০২১-এর থেকে একটা হলেও আসন বাড়াতে হবে। বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেসকে এক ছটাক জমিও ছাড়ব না।" তিনি যে একটুও বাড়িয়ে বলেননি, তা প্রমাণ হয়ে গেল তৃণমূল সুপ্রিমো বলতে ওঠার পরই।মমতার কথায়, "অভিষেক যা বলেছে সেটাই অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট। আমি ওটাই মিন করতে চেয়েছি। আমি সবটা বলি না। ওঁরা যেটা বলতে পারে আমি সেটা বলতে পারি না। আমি বলেছি, দুই তৃতীয়াংশ মেজরিটি তো থাকবেই। তার বেশি আপনাকে নিয়ে আসতে হবে। এবার জামানত জব্দ করার পালা। বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেসের জামানত জব্দ করুন। বাংলার মাকে এগিয়ে যেতে দিন।"

মায়ের আশীর্বাদ অসীম

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সপ্তম পর্ব)

প্রচন্ড খিদে নিয়ে চুপ করে গাছের তলায় বসে আছেন।এমন সময় এক ভদ্রলোক স্বামীজীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে তার প্রচুর খাবার। তিনি স্বামীজীকে জিগ্গেস করলেন - আপনিই কি স্বামী বিবেকানন্দ ? স্বামীজী বললেন - হ্যাঁ। লোকটি করোজোড়ে নতজানু হয়ে স্বামীজীকে বললেন - গতকাল রাত্রে আমাকে স্বপ্নে আমার ইষ্টদেব আমার ভগবান দর্শন দিয়ে বললেন - আগামীকাল এই গাছের তলায় আমার এক ভক্ত অভুক্ত অবস্থায় থাকবে, তাঁকে তুই অবশ্যই খাওয়াবি। তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। এই বলে লোকটি স্বামীজীকে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

মানবাধিকার বিষয়ক শর্ট ফিল্মের দশম মর্যাদাপূর্ণ বার্ষিক প্রতিযোগিতার ৭ বিজয়ীর নাম ঘোষণা করেছে এনএইচআরসি

এবারে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল রেকর্ড ৩০৩টি

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি , ২০২৫

ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন (এনএইচআরসি) ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সংক্রান্ত শর্ট ফিল্মের দশম মর্যাদাপূর্ণ বার্ষিক প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেছে। ২ লক্ষ টাকার প্রথম পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে 'দুধগঙ্গা- ভ্যালি'জ ডাইং লাইফলাইন'। জম্মু ও কাশ্মীরের আব্দুল রসিদ-এর এই তথ্যচিত্রটি দুধগঙ্গা নদীর জলে নানা রকমের বর্জ্য অবাধে মেশা এবং উপত্যকার মানুষের সার্বিক ভালোর জন্য এটির পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছে। ইংরেজি, হিন্দি এবং উর্দু ভাষার এই ছবিতে ইংরেজি সাব-টাইটেল আছে। ১.৫ লক্ষ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের কাদারাপ্পা রাজুর 'ফাইট ফর রাইটস' ছবিটিকে। এই ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে বাল্যবিবাহ এবং শিক্ষার বিষয়। তেলুগু ভাষার এই ছবিতে সাব-টাইটেল আছে ইংরেজিতে। তামিলনাড়ুর শ্রী এস রবিচন্দ্রনের 'গড' ছবিটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ

এরপর ৬ পাতায়

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

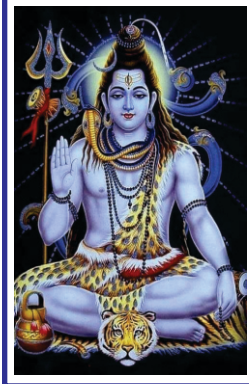

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

প্রদোষ ব্রতের মাহাত্ম্যঃ প্রদোষের মাহাত্ম্য পবিত্রতা স্কন্দ পুরানে বিস্তারিত পাওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে যে জিনি ভক্তি, আচার আর উপবাসের সাথে এই মহাব্রত পালন করে থাকেন তাঁরা প্রভুর পরম কৃপা লাভ করেন , পরকালে পরম মুক্তি তথা ইহকালে ধন, মান,সুস্বাস্থ্য আর শৌর্য নিয়ে প্রভুর সেবা করে থাকেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

নাসার প্রাক্তন মহাকাশচারী শ্রী মাইক মাসিমিনো কথা বলেছেন পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নাসার প্রাক্তন মহাকাশচারী শ্রী মাইক মাসিমিনো আজ নতুন দিল্লিতে পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বললেন। এআর-ভিআর ল্যাব, অটল টিঙ্কারিং ল্যাব, ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব ইত্যাদি সহ বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে খোঁজখবর নিলেন শ্রী মাসিমিনো।

ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় শ্রী মাসিমিনো ভারতের তৃতীয় চন্দ্রযান অভিযানের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এটি শুধু ভারতের জন্য নয়, আন্তর্জাতিক মহাকাশ সমাজের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণের সমস্যাগুলি তুলে ধরে তিনি বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় জলের উৎস সন্ধানে এই সাফল্য কীভাবে কাজ করতে পারে সেই বিষয়ে বলেন। এছাড়াও তিনি ভবিষ্যৎ মহাকাশ কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

সাত মহাকাশচারীকে নিয়ে নির্মিত একটি চলচ্চিত্র কীভাবে তাঁকে মহাকাশচারী হতে অনুপ্রাণিত করেছিল সেকথা জানান শ্রী মাসিমিনো। ছাত্রছাত্রীদের মহাকাশ অভিযান নিয়ে নানা প্রশ্নের জবাব দেন তিনি। যেমন- মহাকাশে কী ধরণের খাবার খেতেন তিনি ইত্যাদি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, তিনি কীভাবে মহাকাশে শূন্য অভিকর্ষের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিলেন, কীভাবে শোয়ার ব্যবস্থা করতেন, কীভাবে কাজ করতেন ইত্যাদি। মহাকাশ অভিযানে এআই-এর ভূমিকা নিয়েও ছাত্রছাত্রীরা কৌতূহলী ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, এআই এই প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করবে, আরও কার্যকর করবে, সুরক্ষিত এবং সাশ্রয়ী করবে। আলাপচারিতার শেষে তিনি ছাত্রছাত্রীদের বলেন, যদি তারা মহাকাশ অভিযানকে কেরিয়ার করতে চায় তাহলে এই বিষয়ে যেন তারা মন দেয় এবং দক্ষতা গড়ে তোলে।

অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা মহাকাশচারীর কেরিয়ার বেছে নেওয়ার সমস্যা এবং প্রস্তুতির জন্য কী কী ধরনের বিষয় নিয়ে পড়তে হবে সেই সম্পর্কে জানতে চায়। শ্রী মাসিমিনো মৃত্তিকা বিজ্ঞান, সামুদ্রিক জীব বিজ্ঞান সহ বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তাঁর বাস্তব এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন উত্তর ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহী এবং অনুপ্রাণিত করেছে। নাসায় কাজ করতে গিয়ে কোন অভিযানটি সবচেয়ে সমস্যার ছিল, এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় তাঁর কাছে। অদূর ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহে বসবাস করা যাবে কী না তাও জানতে চাওয়া হয়। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, চাঁদে বসবাস খুব শীঘ্রই সম্ভব হতে চলেছে। তবে কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যার জন্য মঙ্গলে বসবাস করা আরও দীর্ঘায়িত হবে।

নাসার প্রাক্তন মহাকাশচারী শ্রী মাইক মাসিমিনো কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক এবং ইন্ট্রিপিড সি, এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়ামের মহাকাশ কর্মসূচির প্রবীণ উপদেষ্টা। তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএস ডিগ্রি পেয়েছেন। ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে এমএস ডিগ্রি করেছেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি ও পলিসিতে এবং পিএইচডি-ও করেছেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ।

আইবিএম, নাসা এবং ম্যাকডোনেল ডগলাস এরোস্পেশে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে এবং রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং জর্জিয়া ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিতে পড়ানোর পরে ১৯৯৬-তে নাসার মহাকাশচারী হিসেবে মনোনীত হন। ২০০২ এবং ২০০৯-এ চতুর্থ এবং পঞ্চম হাবল স্পেস টেলিস্কোপ সার্ভিসিং মিশনে অংশ নেন তিনি। একবারের মহাকাশ যাত্রায় সবচেয়ে বেশি ঘণ্টা মহাকাশে পদচারণা করার দলগত রেকর্ড আছে তাঁর। তিনিই প্রথম মহাকাশ থেকে ট্যুইট করেন। নাসায় কর্মজীবনে তিনি দুটি নাসা স্পেস ফ্লাইট পদক পান, নাসা ডিসটিংগুইশড সার্ভিস পদক, আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল সোসাইটির ফ্লাইট অ্যাচিভমেন্ট পদক এবং স্টার অফ ইতালিয়ান সলিডারিটি।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

বিজেপির আয়ু আর ২-৩ বছর : মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) আয়ু আর ২-৩ বছর আছে বলে জানিয়েছেন দেশটির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মতে, ২০২৭ থেকে ২৯ সালের মধ্যে বিজেপির ক্ষমতা শেষ। ২০২৬ সালে আবার খেলা হবে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

এছাড়া আগামী বিধানসভা ভোটে দুই শতাধিক আসন পেতেই হবে বলেও দলীয় কর্মীদের বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ এই নেত্রী। ভারতের এই রাজ্যটির পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন আগামী বছর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

বৃহস্পতিবার দলের মহাসমাবেশে একথা বলেন তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সকাল ১১টায় সেই বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের এই মুখ্যমন্ত্রী কী বার্তা দেন, সেদিকেই তাকিয়ে ছিলেন অনেকেই।

অনেকের মতে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংগঠনের সর্বস্তরে 'ঝাঁকুনি' দিতে চান মমতা। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে মমতার বার্তা, "আগামী বিধানসভা ভোটে ২১৫টা আসন পেতেই হবে। অভিষেক ঠিকই বলেছে। আসন আরও বেশি পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। ২১৫টা

এরপর ৬ পাতায়

৪৯ তম সিভিল অ্যাকাউন্টস দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন

নতুন দিল্লিতে ১ মার্চ এই উপলক্ষে প্রধান অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে

নতুন দিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন আগামী ১ মার্চ নতুন দিল্লিতে ইন্ডিয়ান সিভিল অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ৪৯তম সিভিল অ্যাকাউন্টস দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

"উদ্বোধনী অধিবেশনে 'ডিজিটালাইজেশন অফ পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইন ইন্ডিয়া : ট্রান্সফরমেটিভ ডিকেড (২০১৪-২০২৪)" শীর্ষক একটি সংকলন প্রকাশিত হবে। এই সংকলনে সর্বসাধারণের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা পিএফএমএস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। সরকারের আর্থিক লেনদেন, হিসেব রক্ষা, নগদ অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বিভিন্ন প্রতিবেদন তৈরি সহ অর্থনৈতিক প্রশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর প্ল্যাটফর্ম হল পিএফএমএস। কন্ট্রোলার জেনারেল অফ অ্যাকাউন্টস বা সিজিএ এই পিএফএমএস তৈরি এবং কার্যকর করেছে। এর সাহায্যে যে ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে সেটি ব্যবহার করে প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর কার্যকর হয়েছে – যা সরকারি ব্যয় সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অধিবেশনে ষোড়শ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রী অরবিন্দ পানাগোরিয়া উপস্থিত থাকবেন। তিনি আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে আগামী দশকে ভারতের ভূমিকা সংক্রান্ত একটি আলোচনায় মূল ভাষণ দেবেন।

সরকারি আর্থিক প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আনতে ১৯৭৬ সালের ১ মার্চ ইন্ডিয়ান সিভিল অ্যাকাউন্টস সার্ভিস (আইসিএএস) গঠিত হয়। অডিট সংক্রান্ত কাজকর্মের থেকে পৃথক করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অ্যাকাউন্টসের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাষ্ট্রপতি একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরের পৃথক অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয়। সেই সময় থেকে সিজিএ, আইসিএএস-কে পরিচালনা করে। এই সংস্থাটি আর্থিক প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ এক প্রতিষ্ঠান।

আইসিএএস সর্বাঙ্গীন এক ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার সাহায্যে উন্নত পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর। পিএফএমএস কেন্দ্রীয় সরকারের মোট বাজেটের ৬৫ শতাংশের আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করে। নতুন দিল্লিতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ইন্ডিয়ান সিভিল অ্যাকাউন্টস অর্গানাইজেশনের আধিকারিক এবং কর্মীরা ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা বিভাগের সচিব সহ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন।

(৪ পাতার পর)

মানবাধিকার বিষয়ক শর্ট ফিল্মের দশম মর্যাদাপূর্ণ বার্ষিক প্রতিযোগিতার ৭ বিজয়ীর নাম ঘোষণা করেছে এনএইচআরসি

এবারে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল রেকর্ড ৩০৩টি

টাকার তৃতীয় পুরস্কারের জন্য। নির্বাক ছবিটিতে এক বৃদ্ধ মানুষের মাধ্যমে পরিশ্রুত জলের মূল্য তুলে ধরা হয়েছে।

কমিশন এছাড়াও ৪টি ছবিকে বেছেছে 'সার্টিফিকেট অফ স্পেশাল মেনশন' হিসেবে। এদের প্রতিটিকেই দেওয়া হয়ে ৫০,০০০ টাকা করে নগদ পুরস্কার। এগুলি হল :

১) তেলেঙ্গানার শ্রী হানিশ উন্দ্রাবাতনার 'অক্ষরভারষ্যম'। নির্বাক ছবিটিতে শিশু শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

২) তামিলনাড়ুর শ্রী আর সেলভম-এর ছবি 'বিলায়িল্লা পত্তথরি'। তামিল ভাষার ছবিটিতে ইংরেজিতে সাব-টাইটেল আছে। এই ছবিটির বিষয় বৃদ্ধ মানুষদের উদ্বেগ ও অধিকার।

৩) অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রী মাদাকা ভেঙ্কট সত্যনারায়নার 'লাইফ অফ সীতা'। তেলুগু ভাষার ছবিটিতে ইংরেজিতে সাব-টাইটেল আছে। এই ছবিতে ধর্মীয় কারণে শিশু অধিকার লঙ্ঘন এবং সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।

৪) অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রী রোতলা নবীন-এর 'বি এ হিউম্যান'। ইংরেজি সাব-টাইটেলে এই হিন্দি ছবিটির বিষয়বস্তু গার্হস্থ্য হিংসা, নারী নির্যাতন, শিশু কন্যা পরিত্যাগ এবং সামাজিক হস্তক্ষেপ।

জুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন এনএইচআরসি-র চেয়ারপার্সন বিচারপতি শ্রী ভি রামাসুব্রমনিয়াম। অন্য সদস্যরা হলেন, বিচারপতি ডঃ বিদ্যুৎ রঞ্জন সরঙ্গী, শ্রীমতী বিজয়া ভারতী সায়নী, মহাসচিব শ্রী ভরত লাল, ডিজি ইন্টেলিজেন্স শ্রী আর প্রসাদ মিনা এবং রেজিস্ট্রার (আইন) শ্রী যোগিন্দর সিং।

২০১৫ থেকে চালু হওয়া এনএইচআরসি শর্ট ফিল্ম পুরস্কার কর্মসূচির লক্ষ্য, মানবাধিকার রক্ষায় নাগরিকদের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সৃজনশীলতাকে উৎসাহ ও স্বীকৃতিদান। ২০২৪-এর দশম প্রতিযোগিতার জন্য জমা পড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার রেকর্ড সংখ্যক ৩০৩টি শর্ট ফিল্ম থেকে ২৪৩টিকে বেছে নেওয়া হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে পরে।

(৫ পাতার পর)

বিজেপির আয়ু আর ২-৩ বছর : মমতা

আসনের কম কোনও মতেই নয়। এবার বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএমের জামানত জব্দ করার পালা।"

এদিন তৃণমূলের সভা থেকে বিজেপির কঠোর সমালোচনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের বদনাম করার জন্য বিজেপি বারবার এজেন্সি পাঠাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বলেন, '২০২৭ থেকে ২০২৯ সালের মধ্যে বিজেপি শেষ হয়ে যাবে। বিজেপির আয়ু ২-৩ বছর। তারপরে আর নেই। এর মধ্যেই ওরা বাংলাকে টার্গেট করবে। মহারাষ্ট্র-দিল্লিতে ওরা বিজেপির খেলা ধরতে পারেনি। বাংলায় আমরা ধরব। যোগ্য জবাব দেব।'

সিনেমার খবর

সালমান-শাহরুখের কারণে কি দূরত্ব রানি-ঐশ্বরিয়ার মাঝে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউডের দুই তারকা রানি মুখার্জী ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। এক সময় ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু সেই বন্ধুত্ব ভেঙে যায় এবং তাদের সম্পর্কে সৃষ্টি হয় দূরত্ব। নেপথ্যে রয়েছে একাধিক জটিল ঘটনা।

গুঞ্জন ওঠে, অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রাই বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেওয়াতেই কষ্ট পেয়েছিলেন রানি মুখার্জী। এমনকি শোনা যায়, বচ্চন পরিবারের বউ হওয়ার ইচ্ছা ছিল রানির। তবে, এটি শুধুই গুজব!

মূলত, রানি ও ঐশ্বরিয়ার সম্পর্কের অবনতি শুরু হয় ২০০২ সাল থেকে। সে বছর মুক্তি পেয়েছিল 'চালতে চালতে'। ছবিতে ছিলেন শাহরুখ খান ও রানি। তবে প্রথম পছন্দ ছিলেন ঐশ্বরিয়া রাই। সেই অনুযায়ী শুটিংও শুরু হয়। কিন্তু কিছুদিন পর ছবিটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন ঐশ্বরিয়া।

শোনা যায়, ঐশ্বরিয়া ও শাহরুখের ঘনিষ্ঠ রসায়ন মেনে নিতে পারেননি তার সে সময়ের প্রেমিক সালমান খান। সালমান সেটে গিয়ে শাহরুখ ও পুরো টিমের সঙ্গে ঝামেলা করেন। পরিস্থিতি এতটাই বিব্রতকর হয়ে ওঠে যে, ছবিটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন ঐশ্বরিয়া। তার পরিবর্তে নেওয়া হয় রানিকে।

এতেই সম্পর্কের অবনতি শুরু হয়। ঐশ্বরিয়া যখন জানতে পারেন তার জায়গায় রানিকে নেওয়া হয়েছে, তখন তিনি মন খারাপ করেন এবং রানির সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেন।

এখানেই শেষ নয়! পরবর্তীতে, যখন অভিষেক ও ঐশ্বরিয়া বিয়ে করেন, তখন রানিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

এক সাক্ষাৎকারে রানি মুখার্জী বলেন, "আমার কিন্তু ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে কোনো সমস্যা নেই। ওর থাকতে পারে। সে নিজেই আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। তবে আশা রাখছি, সামনে দেখা হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

তবে, পরবর্তীতে বহুবার তাদের মুখোমুখি দেখা হলেও সম্পর্ক আর স্বাভাবিক হয়নি।

ফের প্রেক্ষাগৃহে শাহরুখের 'ডানকি'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতের চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে বছরখানেক ধরে পুরনো সিনেমা পুনরায় মুক্তির ধারা চলছে। সাধারণত কয়েক দশক পুরনো সিনেমা নতুন করে প্রেক্ষাগৃহে আসে, তবে এবার মুক্তি পেতে পারে শাহরুখ খানের সিনেমা 'ডানকি'।

২০২৩ সালের শেষে রাজকুমার হিরানি পরিচালিত এই সিনেমাটি মুক্তি পায়।

বলিউডহাঙ্গামা জানিয়েছে, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতীয় অভিবাসীদের দেশে ফেরত পাঠানোর ঘটনাটি সিনেমাটির সঙ্গে পুনরায় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, যা সিনেমাটির ফের মুক্তির পেছনে বড় একটি কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। প্রযোজনা সংস্থা রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট সিনেমাটি আবারও প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পরিকল্পনা করছে। চলচ্চিত্র পরিবেশকরা সিনেমাটি পুনরায় প্রেক্ষাগৃহে আনার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

এ সিনেমায় শাহরুখের বিপরীতে অভিনয় করেছেন তাপসী পান্নু। অন্যান্য অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন সতীশ শাহ, বোমান ইরানি এবং ভিকি কৌশল।

'ডানকি'-তে শাহরুখের অভিনীত চরিত্র হরদয়াল সিং, বা 'হার্ডি' সিং, যিনি তার পাঞ্জাবি বন্ধুদের অবৈধ পথে যুক্তরাজ্যে পাঠাতে সহায়তা করেন। সিনেমাটির মূল বিষয় হচ্ছে অবৈধ অভিবাসীদের ঝুঁকি এবং সংগ্রাম।

সালমান-সঞ্জয় একসঙ্গে হলিউড ছবিতে, শুটিং সৌদিতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউডের সুপারস্টার সালমান খান এবং সঞ্জয় দত্ত এবার হলিউডের বড় পর্দায় একসঙ্গে হাজির হতে চলেছেন! বি-টাউনের জনপ্রিয় এই দুই তারকার নতুন গন্তব্য হলিউড—এই খবরে রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছে সিনেমাপ্রেমীদের মধ্যে।

জানা গেছে, হলিউডের একটি থ্রিলার সিনেমায় বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে সালমান ও সঞ্জয়কে। এটি একটি আন্তর্জাতিক প্রজেক্ট যেখানে তারা ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করবেন। সিনেমাটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য চিত্রায়িত হবে সৌদি আরবে। ইতোমধ্যেই দেশটির আলউলা স্টুডিওজে শুটিং শুরু হয়েছে এবং এটি চলবে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমেরিকান থ্রিলার ঘরানার এই ছবিতে বিশেষ দৃশ্যে দেখা যাবে সালমান ও সঞ্জয়কে। তবে কিছু শর্তের কারণে সিনেমার নাম এখনো প্রকাশ করেনি নির্মাতারা। তবে সূত্র বলছে, বিশ্বব্যাপী দর্শকদের আকৃষ্ট করতেই তৈরি করা হচ্ছে এই সিনেমা।

আরও জানা গেছে, সালমান ও সঞ্জয় আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত তারকা। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে তাদের ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। সেই কারণে তাদের জন্য সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য রাখা হয়েছে, যা দর্শকদের মনে দাগ কাটবে।

আলউলা স্টুডিওজ হলিউড নির্মাতাদের জন্য জনপ্রিয় শুটিং লোকেশন হিসেবে পরিচিত। এর আগে জেরার্ড বাটলারের 'কান্দাহার' (২০২৩) সহ বেশ কিছু বড় বাজেটের সিনেমার শুটিং এখানে হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় সালমান-সঞ্জয়ের এই হলিউড থ্রিলার সিনেমার শুটিংও সৌদিতে হচ্ছে।

জানা গেছে, তিন দিনের শুটিং শুরু করতে সালমান খানের টিম গত রবিবার সকালে রিয়াদে পৌঁছেছে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

উচ্ছ্বাসে ভেসে না গিয়ে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে নজর আফগান কোচের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ইংল্যান্ডকে হারানোর পর উচ্ছ্বাসে ভেসে না গিয়ে আফগানিস্তানের কোচ জোনাথান ট্রট তাকাচ্ছেন পরের ম্যাচে। আর সেই ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। ট্রটের কোচিংয়ে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে অসাধারণ পারফরম্যান্সে চারটি ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে খেলার সম্ভাবনা জাগিয়েছিল আফগানিস্তান। এর মধ্যে ছিল ইংল্যান্ড, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয়।

গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তারা সেমিফাইনালে উঠে ইতিহাস রচনা করে। এবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কছে হারলেও দ্বিতীয় ম্যাচে হারিয়ে দেয় ইংল্যান্ডকে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয়ের পর ট্রট জানান, আফগানিস্তানকে হালকাভাবে নেওয়ার দিন শেষ। দেড় বছরের মধ্যে দুইটি বড় আসরে ইংল্যান্ডকে হারানোর পর সাবেক

এই ইংলিশ ব্যাটসম্যান অস্ট্রেলিয়াকেও প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে রাখলেন।

তিনি জানান, "আগে হয়তো সূচিতে এই ম্যাচটি দেখে লোকে ভাবত, ঐতিহ্যবাহী কোনো টেস্ট দলের সঙ্গে খেলার চেয়ে এটি সহজ হবে। তবে এই সংস্করণে, এমন কন্ডিশনে, আমার এখন আর তা মনে হয় না। আমি যা দেখি, আমাদের প্রতিটি ম্যাচই হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং প্রতিটি ম্যাচেই আমরা জয়ের প্রত্যাশা নিয়ে নামি। অস্ট্রেলিয়াও আমাদেরকে হালকাভাবে নেবে না।"

২০২৩ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিল তারা। কিন্তু মুম্বাইয়ে সেদিন অতিমানবীয় এক ইনিংসে আফগানদের মুঠো থেকে জয় বের করে নিয়েছিলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। পরে গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেমিতে ওঠার পথে অস্ট্রেলিয়ানদের পর্যদুস্ত করে তারা। তবে ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেই ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার বড় সুযোগ এবার। দলকে সেই চ্যালেঞ্জ জয়েই তৈরি হতে বললেন ট্রট।

তিনি বলেন, "আমি কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনবার অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলেছি এবং তিনবারই আমরা লড়াইয়ে ছিলাম প্রবলভাবে। আমি ছেলেদেরকে বলব, আজকে রাতটা উপভোগ করতে। এটা নিশ্চিত করব যে, কালকে সকালে ঘুম থেকে উঠে দ্রুত ওরা অস্ট্রেলিয়ার জন্য তৈরি হওয়া শুরু করবে। মনোযোগ এখন অস্ট্রেলিয়ার দিকে। ছেলেরা এভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে এবং সমর্থকদেরও এই বার্তাই দিচ্ছি।"

উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আফগানিস্তানের ম্যাচটি হবে শুক্রবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) লাহোরে।

বোলিংয়ে বাধা নেই অজি স্পিনার কুনেমানের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বোলিং অ্যাকশনের পরীক্ষায় উতরে গেছেন ম্যাথু কুনেমান। তাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বোলিংয়ে বাধা নেই অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি স্পিনারের।

সম্প্রতি শ্রীলঙ্কা সফরে বোলিং অ্যাকশন প্রশ্নবিদ্ধ হয় কুনেমানের। দুই টেস্টে ১৬ উইকেট নিয়ে শ্রীলঙ্কাকে হোয়াইটওয়াশ করায় বড় ভূমিকা ছিল তার।

২০১৭ সালে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরুর পর যে কোনো পর্যায়ে এবারই প্রথম প্রশ্নবিদ্ধ হয় কুনেমানের বোলিং অ্যাকশন। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ব্রিজবেনের ন্যাশনাল ক্রিকেট সেন্টারে বোলিং অ্যাকশনের পরীক্ষা দেন ২৮ বছর বয়সী এই বোলার। আইসিসি এক বিবৃতি দিয়ে জানায়, কুনেমানের সব ধরনের ডেলিভারিতেই কনুই নির্ধারিত সীমা ১৫ ডিগ্রির ভেতরেই ছিল।

অ্যাকশন প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার পর ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে বাধা ছিল না কুনেমানের। বোলিং অ্যাকশনের পরীক্ষা দেওয়ার আগে শেফিল্ড শিল্ডে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তাসমানিয়ার হয়ে খেলার কথা ছিল তার। কিন্তু চোটের কারণে ম্যাচটি তিনি খেলতে পারেননি। বুড়ো আঙুলের চোট নিয়েই বোলিং অ্যাকশনের পরীক্ষা দেন তিনি।

তাসমানিয়ার পরের ম্যাচে ৬ মার্চ থেকে হোবার্টে কুইন্সল্যান্ডের বিপক্ষে খেলার জন্য তিনি ফিট হয়ে উঠবেন কিনা তা এখনও নিশ্চিত নয়। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে এখন পর্যন্ত ৫ টেস্টে ২৫টি ও ৪ ওয়ানডেতে ৬টি উইকেট নিয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ পরিত্যক্ত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বৃষ্টির কারণে কোনো বল মাঠে গড়ানো ছাড়াই পরিত্যক্ত হয়েছে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচ।

'এ' গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ৩টায় মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের। কিন্তু রাওয়ালপিন্ডিতে টানা বৃষ্টির কারণে ম্যাচটির টস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি। স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে তিনটায় (বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে ৪টা) আর কোন আশা না দেখে আম্পায়াররা আনুষ্ঠানিকভাবে এই ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন। ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার সময় পুরো মাঠে জমে ছিল পানি, ঝরছিল বৃষ্টি।

পয়েন্ট ভাগাভাগি করল দুই দল। যদিও এই পয়েন্ট ভাগাভাগিতে 'এ' গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় কোনো প্রভাবই ফেলতে পারছে না। আগের ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে বাংলাদেশ হেরে যাওয়ায় এই গ্রুপ থেকে দুই সেমিফাইনালিস্ট নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। একই সঙ্গে পাকিস্তানকে নিয়ে ছিটকে যায় বাংলাদেশ। এই গ্রুপে আগামী রবিবার সেমিফাইনালে উঠে যাওয়া ভারত-নিউজিল্যান্ডের ম্যাচটি হবে গ্রুপসেরা হওয়ার লড়াই।

হতাশার আসরে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পেল একটি করে পয়েন্ট। এর আগে প্রতিকূল আবহাওয়ায় রাওয়ালপিন্ডিতে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 & 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR